This PDF Created by – HelpNbuExam.IN

বিশ্বকর্মা পূজার মন্ত্র বাংলা

অপবিত্র পাঠ মন্ত্র:

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ ।।

বিষ্ণু স্মরণ মন্ত্র:

তদ্ বিষ্ণু পরমং পদম সদা পশ্যন্তি সুরয় দিবিব চক্ষুরততম। নমঃ মাধব মাধব বাচি মাধব মাধব হৃদি। মাধব স্মরন্তি সাধব সর্ব কার্যেষু শ্রী মাধব শ্রী মাধব শ্রী মাধবায় নমঃ।।

বিশ্বকর্মা পূজার সংকল্প মন্ত্র —

কোশাতে বা কুশীতে কৃষ্ণতিল, হরিতকী, জল, গন্ধ, পুষ্প ও কুশের ত্রিপত্র লইয়া উত্তর বা পূর্ব্বমুখে আসনে বসিয়া সঙ্কল্প করিবে।

যথা: বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ ভাদ্রাশ্বিন সংক্রান্তৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ যজমানের অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা পুরোহিতের) শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ গণপত্যাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মা পূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)।

কুশীটির জল ঈষৎ নৈর্ঋত্ কোণে ফেলিয়া সর্ব্বসমেত কুশীটি তামার টাটে উপুড় করিয়া দিয়া একটি গন্ধপুষ্প লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে সঙ্কল্পসূক্তায় নমঃ বলিয়া তাহার উপর দিয়া ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে স্ব-স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

সামবেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত: ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যা সিচম্। উদ্ধা সিঞ্চধ্বমুপবা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ও হতে ।

যজুর্ব্বেদীয় সঙ্কল্পসূত্র: ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি। দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকম্। তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু।

ঋবেদীয় সঙ্কল্পসূত্র: ওঁ যা গুং গূরা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।

বীজ মন্ত্র:

বাং বিশ্বকর্মনে নমঃ।

বিশ্বকর্মার ধ্যান মন্ত্র:

ওঁ দংশপাল মহাবীর সুচিত্রকর্ম্ম কারকঃ। বিশ্বকৃৎ বিশ্ববৃক্ • ধ্যান- ত্বং চ বাসনা মান দণ্ডধৃক্।

HELPNBUEXAM

This PDF Created by – HelpNbuExam.IN

বিশ্বকর্মার প্রণাম মন্ত্র:

দেবশিল্পিন্ মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধকঃ। বিশ্বকর্ম্মণ নমস্তুভ্যং সর্ব্বাভীষ্টং প্রদায়ক।।

বিশ্বকর্মার পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র:

ফুলচন্দন দূর্বা তুলসী পাতা বেলপাতা হাতে করে নিয়ে করজোরে নিচের মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন।

১। দেবশিল্পীন্ মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধকঃ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ কল্যাণং কুরু মে সদা।।

প্রনাম করে বিশ্বকর্মার চরণে বা ঘটে বিশ্বকর্মার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন, তারপর আবার ফুলচন্দন দূর্বা তুলসী পাতা বেলপাতা হাতে করে নিয়ে হাতজোড় করে দ্বিতীয় মন্ত্রটি পাঠ করবেন।

২। বলং দেহি শিল্পে দেহি শুভাং মতি। ধনং দেহি যশো দেহি বিশ্বকর্ম্মণ প্রসীদ মে।।

আবার প্রনাম করে বিশ্বকর্মার চরণে বা ঘটে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন, তারপর আবার ফুলচন্দন দূর্বা তুলসী পাতা বেলপাতা হাতে করে নিয়ে হাতজোড় করে তৃতীয় মন্ত্রটি পাঠ করবেন।

৩। শিল্পাচার্য্যং নমস্তুভ্যং নানালঙ্কার ভূষিতম্। মম বিঘ্নবিনাশায় কল্যাণং কুরু মে সদা ।।

এইভাবে বিশ্বকর্মার চরণে বা ঘটে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করবেন এবং তারপর ভগবান বিশ্বকর্মার প্রনাম মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রণাম করবেন।

হোমের মন্ত্র:

ওম্ শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্মণে স্বাহা ইদম্ বিশ্বকর্মণে।

বিসর্জ্জন মন্ত্র:

আচারবশতঃ শ্রীবিশ্বকর্মা পূজার পরের দিন, সংক্ষেপে শ্রীবিশ্বকর্মার পূজা করিয়া দধি, খৈ ইত্যাদি উৎসর্গ করিয়া, ভোগ ও আরতি কর্ম্ম করিয়া, ঘট ও প্রতিমা নাড়িয়া বলিবে— ওঁ শ্রীবিশ্বকর্ম্মন্ ক্ষমস্ব সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।।

শান্তিমন্ত্র:

ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনো যজুঃ প্রপদ্যে, সামপ্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে, রাগো যঃ সহজো ময়ি, প্রাণাপানৌ যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য ব্যতিতীর্ণং বৃহস্পতির্ম্মে দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তিনস্তার্ক্ষোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু ।। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ।।

HELPNBUEXAM

অন্তরীক্ষঃ শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, ওষধয় শান্তিঃ, সর্ববা রোগাদি পষ্ছান্তি শান্তি, গ্রাহপীড়দি শান্তি, শান্তিরেব শান্তিঃ। ওম্ শান্তিঃ ওম্ শান্তিঃ ওম্ শান্তিঃ।

শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা দেবের পূজা সমুরণ হলে শেষ পর্যায়ে দক্ষিনান্ত করিয়া বিসর্জন করতে হবে এবং সকলের মাথায় মাথায় শান্তি জল ছড়া দিবেন।

বিশ্বকর্মা দেবের পরিচয়

১. সৃষ্টির কারিগর: বিশ্বকর্মা দেবকে "**সৃষ্টির কারিগর**" বা "**বিশ্বের নির্মাণকারী**" হিসেবে পরিচিত। তাঁকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থাপনা, শিল্পকলা এবং প্রযুক্তির স্রষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. দেবত্বের বিশেষত্ব: বিশ্বকর্মা দেব হলেন সমস্ত সৃষ্টির অদৃশ্য কারিগর। তিনি হিন্দু ধর্মের এক মহৎ দেবতা, যিনি সৃষ্টির নানান কাজের জন্য দায়ী।

৩. পূজার গুরুত্ব: বিশ্বকর্মা দেবের পূজা বিশেষ করে নির্মাণ এবং কারিগরি কাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে পূজা করে মানুষ তাঁদের কাজের সফলতা এবং দক্ষতা কামনা করে।

৪. পৌরাণিক কাহিনী: পুরাণ শাস্ত্রে বলা হয় যে, বিশ্বকর্মা দেব স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের উপদেশে এই বিশ্ব তৈরি করেছেন। তিনি স্বর্গের রাজপাট, ইন্দ্রের প্যালেস, এবং অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছেন।

৫. আদি কারিগর: বিশ্বকর্মা দেবের সাথে অনেক পুরাণে উল্লেখ আছে যে তিনি আদি কারিগর ও দক্ষ শিল্পী। দেবতার মূর্তি এবং দেবালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা অপরিহার্য।

৬. বিভিন্ন সৃষ্টি: বিশ্বকর্মা দেবের কাছে কুবেরের ধনভাণ্ডার, দুর্গার দুর্গ, এবং অন্যান্য দেবতাদের প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। তাঁর কৃতিত্বের কারণে তাঁকে সৃষ্টির মহান কর্মী হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৭. পূজার দিন: বিশ্বকর্মা পূজা সাধারণত ১৭ই সেপ্টেম্বর বা আশ্বিন মাসের শুক্লা পক্ষের চতুর্থী তিথিতে পালিত হয়। এই দিনে সমস্ত নির্মাণকাজ এবং কারিগরি কর্মকাণ্ডে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিশ্বকর্মা দেবের কীর্তি ও মহিমা সেই সমস্ত মানুষের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক যারা নির্মাণ এবং কারিগরি কাজ করেন। তাঁদের সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বকর্মা পূজার নিয়ম

বিশ্বকর্মা পূজা একটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু পূজা যা বিশেষ করে নির্মাণকারী ও কারিগরদের জন্য পালন করা হয়। পূজা করার আগে কিছু নিয়ম ও প্রস্তুতি মানা উচিত। এখানে কিছু মূল নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

শুদ্ধতা বজায় রাখা: পূজা করার আগে আপনাকে শরীর ও মন দুশ্চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। ঘর ও পূজার স্থানও পরিষ্কার করে নিতে হবে।

HELPNBUEXAM

This PDF Created by – HelpNbuExam.IN

বস্ত্র পরিবর্তন: পূজা করার সময় সাফ ও স্নান করা বস্ত্র পরিধান করা উচিত। সাধারণত সাদা বা উজ্জ্বল রঙের কাপড় পরা হয়।

পূজা স্থান প্রস্তুতি: পূজা করার স্থানে একটি পরিষ্কার স্থান নির্বাচন করুন। একটি বিশেষ আঞ্চলিক স্থানে পূজা আসন তৈরি করুন যেখানে বিশ্বকর্মা দেবতার মূর্তি বা ছবি স্থাপন করা হবে।

প্রসাদ প্রস্তুতি: পূজায় ব্যবহৃত প্রসাদ, ফুল, ধূপ, দীপ ইত্যাদি আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখুন।

পূজা সামগ্রী: পূজার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন ফুল, ফল, পান, ধূপ, দীপ, কুমকুম, চিরা, নকুল (অর্থাৎ স্নানকৃত তাজা পানি) প্রভৃতি আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখুন।

নিয়মিত উপাচার: পূজার সময় দেবতার মূর্তির সামনে পুষ্পাঞ্জলি, ধূপ দান, দীপ প্রজ্বলন, অর্পণ করা হয়, এই সমস্ত কাজ নিয়মিতভাবে করতে হবে।

মন্ত্র উচ্চারণ: বিশ্বকর্মা পূজায় নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। তাই পূজার আগে মন্ত্রগুলো শিখে রাখা এবং তাদের সঠিকভাবে উচ্চারণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

নিরাপত্তা: পূজা করার আগে নিশ্চিত করুন যে আপনি সমস্ত নিয়ম ও নিয়মনীতি মেনে চলছেন, যাতে পূজা সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

এই নিয়মগুলি মেনে চললে পূজা আয়োজন এবং তার ফলাফল উভয়ই সুফলদায়ক হতে পারে।

বিশ্বকর্মা পূজারর পদ্ধতি

বিশ্বকর্মা পূজা নিজে করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে পারেন:

দেবতার মূর্তি বা ছবি স্থাপন: বিশ্বকর্মার মূর্তি বা ছবি পূজা আসনে স্থাপন করুন। মূর্তির সামনে একটি পরিষ্কার কাপড় বিছান করুন।

ধূপ, দীপ প্রজ্বলন: ধূপ জ্বালিয়ে পূজা শুরু করুন। একটি দীপ জ্বালিয়ে দেবতার সামনে রাখুন।

বিলম্ব ও উৎসর্গ: ফুল, পাতা, ও ফল দেবতাকে উৎসর্গ করুন। চন্দন এবং কুমকুম দিয়ে দেবতার শরীরে তিলক করুন।

পূজা মন্ত্র পাঠ: বিশ্বকর্মা পূজার জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করুন। সাধারণত এটি "**উদ্ভব বিশ্বকর্মা**" বা "**বিশ্বকর্মা স্তোত্র**" মন্ত্র হতে পারে। আর বিশ্বকর্মা পূজার সমস্ত মন্ত্র আমরা ওপরে দিয়েছি।

অর্পণ ও প্রার্থনা: দেবতার কাছে আপনার পেশার সফলতা, উন্নতি এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করার সময় চোখ বন্ধ করে ধ্যান করুন।

প্রসাদ বিতরণ: পূজা শেষে, প্রসাদ বিতরণ করুন। প্রসাদ হতে পারে মিষ্টি বা ফল।

পরিস্কার করা: পূজা শেষে পূজা স্থান পরিষ্কার করুন। ব্যবহৃত উপকরণ গুলি যথাস্থানে রেখে দিন।

বিশ্বকর্মার কৃপা লাভের প্রার্থনা: পূজা শেষ হওয়ার পর দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এবং তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করুন।

এই ধাপগুলো অনুসরণ করে আপনি সঠিকভাবে বিশ্বকর্মা পূজা করতে পারেন। আশা করি এটি শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা দেবের পূজা করতে সহায়ক হবে!

HELPNBUEXAM

This PDF Created by – HelpNbuExam.IN

বিশ্বকর্মা পূজার উপকরণ

বিশ্বকর্মা পূজার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ রয়েছে যা পূজার কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এখানে কিছু মূল উপকরণ উল্লেখ করা হলো:

বিশ্বকর্মার মূর্তি বা ছবি: পূজার মূল উপকরণ। বিশ্বকর্মার মূর্তি বা ছবি পূজা আসনে স্থাপন করা হয়। এটি দেবতার উপস্থিতি নির্দেশ করে।

ফুল: দেবতার পূজায় ফুল অর্পণ করা হয়। ফুল দেবতার প্রতি সম্মান ও প্রেম প্রকাশ করে। সাধারণত লাল, সাদা বা হলুদ ফুল ব্যবহৃত হয়।

ধূপ: ধূপ জ্বালিয়ে পূজা শুরু করা হয়। এটি দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও পূজার ভাবমূর্তি প্রকট করে এবং পূজার স্থানকে পবিত্র করে।

দীপ: দীপ (মোমবাতি বা ঘি তেলের প্রদীপ) জ্বালিয়ে পূজায় অংশগ্রহণ করা হয়। এটি আলোর প্রতীক এবং অন্ধকার দূর করার প্রতীক।

চন্দন: চন্দন দেবতার শরীরে তিলক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি দেবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং পূজার স্থানে পবিত্রতা আনে।

কুমকুম (চিঁড়া): কুমকুম (লাল পাউডার) দেবতার তিলক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি পূজায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বেলপাতা: বেলপাতা দেবতার কাছে অর্পণ করা হয়। এটি শুভশক্তি ও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ফল: বিভিন্ন ধরনের ফল পূজায় নিবেদন করা হয়। এটি দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

পান: পানও পূজার অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি দেবতাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং পূজার পূর্ণতা অর্জনে সাহায্য করে।

মিষ্টি: মিষ্টি বা অন্যান্য প্রসাদ দেবতাকে নিবেদন করা হয় এবং পরবর্তীতে ভোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এটি দেবতার আশীর্বাদ প্রাপ্তির প্রতীক।

নকুল (স্নানকৃত জল): পূজায় ব্যবহৃত জল, বিশেষ করে স্নানকৃত জল দেবতার পূজা ও অর্ঘ্য প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পূজা বেদি: পূজা করার জন্য একটি বিশেষ স্থান বা বেদি প্রস্তুত করা হয়, যা পূজার যাবতীয় উপকরণ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই উপকরণগুলি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে পূজার সঠিকতা এবং ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়।

বিশ্বকর্মা পূজার পাঁচালী

বিশ্বকর্মা দেব ঈশ্বর মহাশক্তি,
সৃষ্টির মহান কারিগর, অসীম ক্ষমতার অধিকারী।
যাঁর হাতে ন্যস্ত এই বিশ্ব,
যাঁর কল্যাণে পৃথিবী সত্য ও সৌন্দর্য লাভে ধন্য।

HELPNBUEXAM

This PDF Created by – HelpNbuExam.IN

চরণ ১: বিশ্বকর্মা আমি তোমার আশ্রয়ে আসি,
তোমার শ্রেষ্ঠ কৃপার জন্য প্রার্থনা করি।
তোমার সৃষ্টির মহিমা অমূল্য,
তোমার জ্ঞান ও দক্ষতা অদ্বিতীয়।

চরণ ২: যেখানে তুমি সৃষ্টির কাজ করেছিলে,
সেখানে সব কিছুই পরিপূর্ণ ও সুন্দর।
বস্তু তৈরি করেছো তুমি,
কারিগরি বিদ্যায় তুমি শ্রেষ্ঠ।

চরণ ৩: অস্ত্র, যন্ত্র, গৃহসামগ্রী,
যা কিছুই তুমি সৃজন করেছো।
তোমার দক্ষতায় পৃথিবী চলছে,
তোমার কৃপায় সব কিছু শ্রীমন্ত।

চরণ ৪: আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো,
আমরা তোমার আশীর্বাদ চাই।
তোমার কৃপা স্নিগ্ধ, তোমার রূপ অপরূপ,
বিশ্বকর্মা দেব, তোমার শুভ আশীর্বাদে ভরপুর।

চরণ ৫: তোমার আদেশে চলতে চাই,
তোমার রহমতে ধন্য হতে চাই।
বিশ্বকর্মা তোমার পূজা করি,
সবার সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা করি।

এই পাঁচালী গেয়ে বা পাঠ করে পূজার মধ্যমে বিশ্বকর্মা দেবতাকে সম্মান জানান এবং আপনার মনের কামনা পূরণের প্রার্থনা করুন।

HELPNBUEXAM